ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে শেরপুরের অগ্রযাত্রা

“দিন বদলের বইছে হাওয়া

ডিজিটাল বাংলাদেশ আমাদের প্রথম চাওয়া”

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে এবং “জনগণের দোরগোড়ায় সেবা” এই মূলমন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলছে “ডিজিটাল শেরপুর” গঠনের কাজ। সরকার প্রতিশ্রুত ‘রূপকল্প ২০২১’-এ ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে যা ডিজিটাল প্রযুক্তি আত্মীকরণের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এগিয়ে নেয়ার জন্য শেরপুর জেলা প্রশাসন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় ই-সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে পত্র/আবেদন গ্রহণ ও নিষ্পত্তি

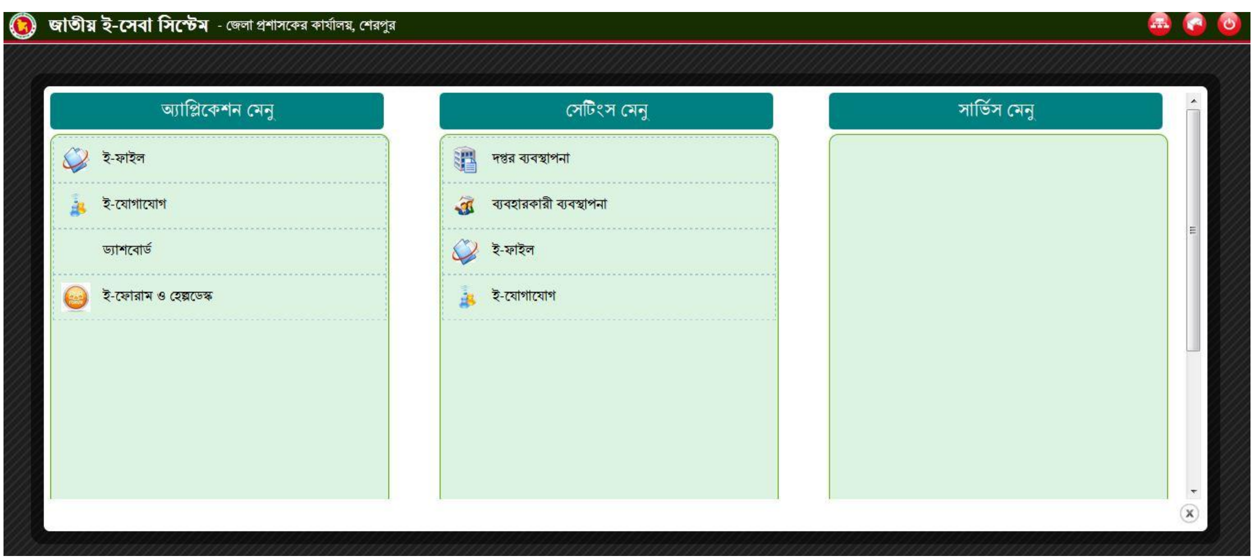

এখন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হয়ে উঠেছে নাগরিক সেবার একক অগ্র-পীঠস্থান। নাগরিককে সেবা দেওয়ার জন্য স্থাপন করা হয়েছে হেল্পডেস্ক ও জেলা ই-সেবা কেন্দ্র । হেল্পডেস্ক জনগণকে বিভিন্ন ভাবে তথ্যসেবা দিয়ে থাকে। জেলা প্রশাসকের এখন যাবতীয় কাজ জাতীয় ই-সেবা কেন্দ্র (NESS) এর মাধ্যমে অনলাইন এ সম্পন্ন হচ্ছে। ফলে মানুষ অল্প সময়ে, কম খরচে হয়রানিবিহীন সেবা পাচ্ছে। ই-সেবা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে থাকায় সকলের মাঝে ই-সেবা ব্যবহারে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রবেশ পথে (কক্ষ নং -১০৩) ফ্রন্টডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। অফিস চলাকালীন সার্বক্ষণিক দুইজন সহকারী সেখানে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। ফ্রন্টডেস্কে প্রিন্টার, স্ক্যানার এবং LAN সংযোগ দেয়া হয়েছে। ফ্রন্টডেস্ক স্থাপনের পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সকল আবেদন ও পত্রগ্রহণ উক্ত ফ্রন্টডেস্কে গৃহীত হচ্ছে। ফ্রন্টডেস্ক এর দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা সর্বদা উক্ত শাখার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করছেন। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আগত বিভিন্ন সেবাপ্রত্যাশী জনগণ কার্যালয়ের প্রবেশপথে উক্ত শাখায় গিয়ে অতি সহজেই তার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন এবং খুব সহজেই তার কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন।

জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য বাতায়ন

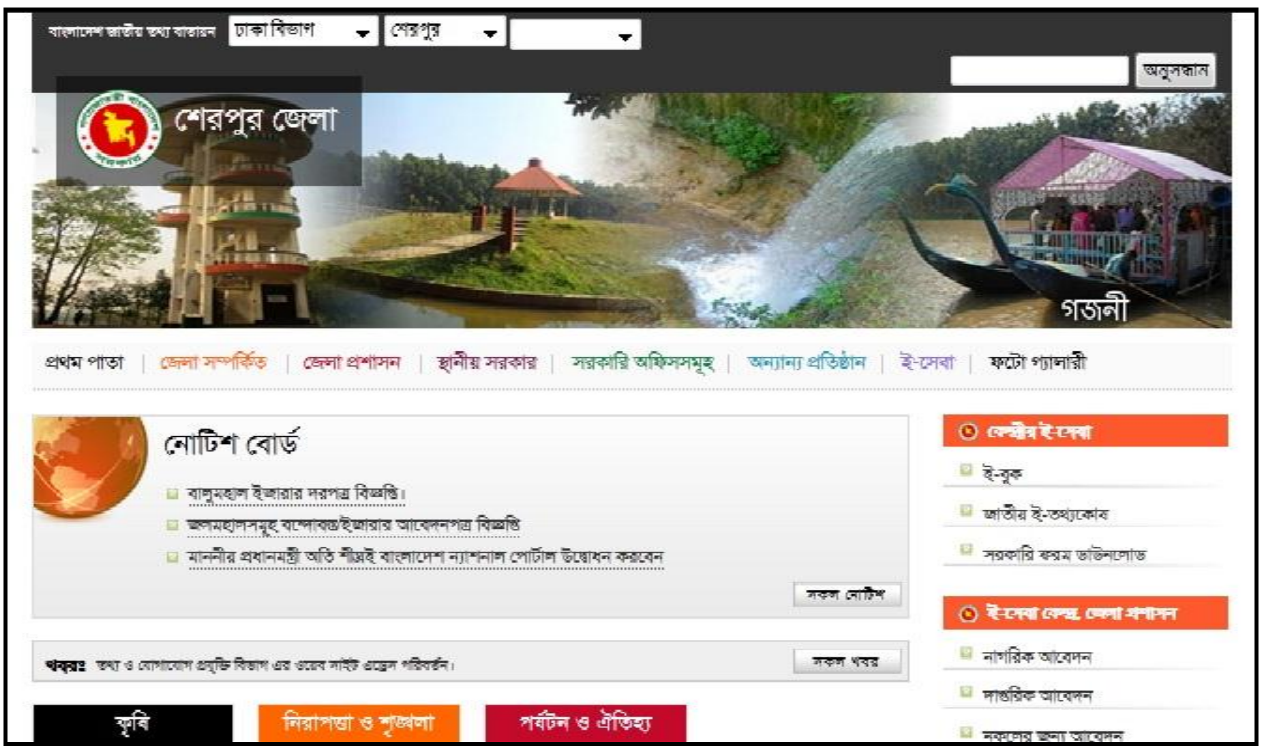

তথ্য বাতায়ন জেলার তথ্যভান্ডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত; জনগণ, জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারী অফিসের সাথে যোগাযোগ সহজ হবে এবং সকল কার্যক্রমে অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা পাবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পোর্টালগুলিতে প্রশাসন ও সকল সরকারী অফিসসমূহের সকল তথ্য ও প্রদত্ত সেবাসমূহ বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট নাগরিক সেবা ও জেলার উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্যের পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য। শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী-গবেষক-পর্যটক অথবা যে কোন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি শেরপুর সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের জবাব পাবেন এই পোর্টাল থেকে। সাধারণ জনগণের প্রশাসন এবং সরকারী দপ্তরসমূহের কাছে যে প্রত্যাশা রয়েছে তা পূরণকল্পে জেলা পোর্টালটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ইউনিয়ন ও পৌরসভা তথ্য সেবা কেন্দ্র

শেরপুর জেলার ৫২ ইউনিয়নের সবকটিতে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র (ইউআইএসসি) এবং ৪টি পৌরসভাতে পৌরসভা তথ্য সেবা কেন্দ্র (পিআইএসসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; যার মাধ্যমে নিম্নলিখিত সেবাগুলি প্রদান করা হয়ঃ

১। ইন্টারনেট ব্যবহার	৬। মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট তৈরি ও প্রজেক্টর ব্যবহার
২। ডিজিটাল ছবি তোলা ও প্রিন্ট	৭। অনলাইনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল ও চাকুরীর বিজ্ঞপ্তি
৩। দলিল ও নথি স্ক্যানিং	৮। স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান
৪। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি তথ্য ও ফর্ম পূরণ	৯। ই-মেইল, ভিডিও কনফারেন্সিং, ফটোকপি সুবিধা
৫। বিদেশগামীদের রেজিস্ট্রেশন ও ভিসা আবেদন	১০। কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ

শেরপুর জেলায় প্রতি বছর সাফল্যের সাথে আয়োজিত হচ্ছে “ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা”

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১২
২১-২৩ মে

ডিজিটাল বাংলাদেশ
MOPA
LOGIN

শেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সাপোর্ট টু ডিজিটাল বাংলাদেশ (এটুআই) প্রোগ্রামের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ও সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা। এসব মেলায় সরকারি বেসরকারি ৫০টি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সকল ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র অংশ নিচ্ছে। মেলার মাধ্যমে জনগণ ই-সার্ভিস সম্পর্কে জানতে পারে, তেমনি কীভাবে এসব সেবা পাওয়া যাবে সে সম্পর্কেও ধারণা পায়। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। অপর দিকে মেলায় অংশগ্রহণকারী সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজেদের মধ্যে কর্মকৌশল বিনিময়ের সুযোগ পাচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা বাস্তবায়নে শেরপুর জেলা প্রশাসন গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপসমূহ

১। ই-সার্ভিসের মাধ্যমে জেলা রেকর্ডরুম থেকে দ্রুততম সময়ে পর্চাসহ অন্যান্য ভূমি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।

২। জেলায় মোট ৩৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এসব ল্যাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাল্টিমিডিয়া ক্লাস নেওয়া হয় ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৩। হাই-টেক পার্ক শিল্পের বিকাশ ও ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক সেমিনার শেষে এ জেলায় হাই-টেক পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

৪। জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষে জেলা ও উপজেলায় "জেলা ও উপজেলা ইনোভেশন টিম" কাজ করছে।

৫। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দূরদূরান্তের বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের সাথে সভা আয়োজন করা হচ্ছে।

৬। উচ্চ ক্ষমতার ৪টি Wi-Fi রাউটারের মাধ্যমে বর্তমানে শেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্পূর্ণ ভবনটি উচ্চ গতিসম্পন্ন তারবিহীন ইন্টারনেটের আওতায় আনা হয়েছে।